দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 25 MAY 2005
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় হবে সবচেয়ে ব্যয়বহুল পাবলিক ভার্সিটি

মোশতাক আহমেদ ॥ নবঘোষিত জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় হবে দেশের সবচেয়েব্যয় বহুল পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়। বর্তমানে দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে যে ছাত্র বেতন রয়েছে তার চেয়ে প্রায় পনেরো গুণ বেশি বেতন হবে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে। পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় ঘোষণার পর খসড়া আইনও পাস হয়েছে সোমবার মন্ত্রিপরিষদের সভায়। সংসদে এ সংক্রান্ত আইন পাস হওয়ার পর আগামী সেশন থেকেই এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ করে এখন চলছে অবকাঠামোগত উন্নয়ন প্রক্রিয়া। একই সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়টির উপাচার্য নিয়োগ নিয়েও চলছে নানা আলোচনা। বর্তমান অধ্যক্ষ ও প্রকল্প পরিচালককেই উপাচার্য নিয়োগ করা হবে, নাকি অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন শিক্ষককে উপাচার্য করা হবে তা নিয়ে চলছে জল্পনাকল্পনা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবীণ অধ্যাপক ওয়াকিল আহমেদকে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য করা হবে এমন কথাও শোনা যাচ্ছে।

অবকাঠামোর জন্য বর্তমান কলেজ ক্যাম্পাসেই বিশতলা ভবন নির্মাণের পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। তবে সংশ্লিষ্টরা বলছেন, একটি বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে ক্যাম্পাস আরও বড় হওয়ার দরকার। অবকাঠামোর জন্য সরকার প্রথমে পাঁচ বছরে ৩২ কোটি টাকা দেবে। এরপর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়কে নিজস্ব আয় থেকে খরচ বহন করতে হবে। এখন থেকে নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ক্ষেত্রে এই নীতি মানা হবে।

বেশ কয়েকবার ঘোষণার পর গত বছরের ডিসেম্বরে একনেকের সভায় দেশের ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জগন্নাথ কলেজকে পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় করার বিল অনুমোদন করা হয়। এরপর কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর আয়শা শিরিনকে নব ঘোষিত জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ করা হয়। একই সময় শুরু হয় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার আইন তৈরির কাজ।

সূত্রমতে, আগের খসড়া আইনটিকে ঘষামাজা করে নতুন করে 'জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় আইন ২০০৫' সোমবার মন্ত্রী পরিষদের সভায় অনুমোদন হয়। সভায় বলা হয়, উচ্চশিক্ষার ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণ, শিক্ষা, গবেষণা এবং আধুনিক জ্ঞানচর্চার সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সরকারী জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজকে একটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে প্রতিষ্ঠাকল্পে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় আইন ২০০৫ বৈঠকে অনুমোদন করা হয়।

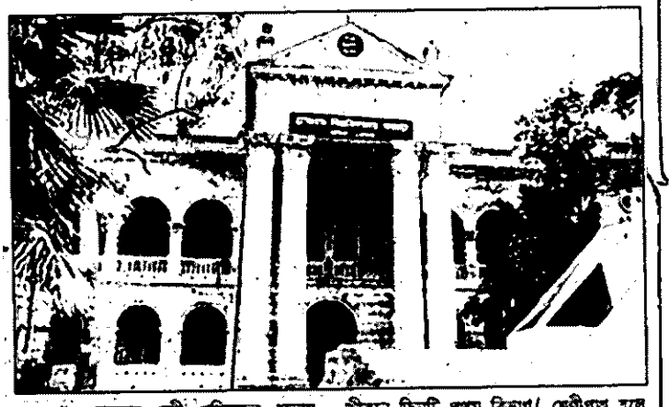

খসড়া আইন পাস, আগামী সেশনে কার্যক্রম শুরু

সূত্রমতে খসড়া আইনে ছাত্রদের বেতন, শিক্ষক নিয়োগ, বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা, জনবল কাঠামো, সম্পত্তিসহ প্রয়োজনীয় সমস্ত বিষয়ই উঠে এসেছে। খসড়া আইন অনুসারে জগন্নাথ কলেজে এবং অন্যান্য সরকারী কলেজে কর্মরত বিসিএস (শিক্ষা) ক্যাডারভুক্ত অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক, সহকারী অধ্যাপক ও প্রভাষকদের মধ্য থেকে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের নিয়মানুযায়ী, নির্দিষ্ট সময়ের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে প্রাথমিকভাবে শিক্ষক নিয়োগ করার কথা রয়েছে। প্রভাষকদের ক্ষেত্রে প্রার্থীর শিক্ষা জীবনে তিনটি প্রথম বিভাগ/ শ্রেণীপ্রাপ্ত হলে বা পিএইচডি ডিগ্রীধারী হলে অতিরিক্ত শিথিলযোগ্য হবে। উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার মাধ্যমেও শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা থাকবে। তবে সবই হবে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের নীতিমালা অনুসারে। আইন অনুযায়ী কলেজের সম্পত্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পত্তি হিসাবে বিবেচিত হবে। আইনে শিক্ষকদের দায়িত্ব সম্পর্কেও আলাদা প্রবিধি রয়েছে। শিক্ষকদের জন্য আনুতোষিক ও অবসর ভাতার বিধান রাখা হয়েছে। তহবিল গঠনের জন্য "জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় তহবিল থাকবে"। আগামী সংসদে এ সংক্রান্ত বিল পাসের পর আগামী ২০০৫-০৬ সেশন থেকে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করা হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম শুরুর সঙ্গে সঙ্গে কলেজের ভর্তি বন্ধ হয়ে যাবে। তবে যারা ইতোমধ্যে ভর্তি হয়েছে তাদের অনার্স শেষ না হওয়া পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশাপাশি কলেজের কাজকর্ম চলবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে শুরুতে প্রথমবর্ষে ছাত্র ভর্তি করা হবে। সূত্রমতে, নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের বেতন হবে প্রতিমাসে মাথাপিছু কমপক্ষে তিন শ' টাকা। তবে এটা এখনও চূড়ান্ত হয়নি। বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে বেতন রয়েছে ১৮ থেকে ২০ টাকা।